গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপন প্রকল্প” এর প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কে.এম. আব্দুস সালাম সচিব
সভার তারিখ	১৮ এপ্রিল, ২০২১।
সভার সময়	বিকাল ০৪ ঘটিকা।
স্থান	ভার্চুয়াল সভা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেনে এবং সকলকে সক্রিয়ভাবে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসানকে তথ্য উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। নিম্নে ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত সদস্যদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হলঃ-

ক্রঃনং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা।	ক)প্রকল্প পরিচালক ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন যে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ ও প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ (সাতচল্লিশ কোটি বার লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা। প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০। প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম	ক) প্রক্রিয়াধীন ০১ (এক) টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্রুত নির্বাচন করতে হবে ও চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

		হিসেবে চারটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গাজীপুর জেলায় ৪১০টি আরএমজি কারখানা, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলা ২৪৬টি আরএমজি কারখানা ও সমগ্র বাংলাদেশে ২৯৮টি প্লাস্টিক কারখানা এবং ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১১০১টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে তিনটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাকি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ১৭ জানুয়ারি, ২০২১ Expression of Interest (EOI) আহবান করা হয়েছিল এবং প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি দাখিলকৃত ১০টি EOI থেকে ০৭ (সাত) টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে সংক্ষিপ্ত তালিকাভূক্ত করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে গত ০৭ মার্চ,	খ) BNBC অনুযায়ী কারখানার সেফটি সংক্রান্ত বিষয়াদি সকল DIG কর্তৃক পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

		২০২১ তারিখে Request for Proposal (RFP) প্রেরণ করা হয়। গত১২ এপ্রিল, ২০২১ RFP উন্মুক্তকরণ করা হয় এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-বিধান অনুসারে প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পাদনের পর Delegation of Financial Power অনুযায়ী প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে দ্রুত নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিলে সভার সকল সদস্য একমত পোষন করেন। খ) প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ইতোমধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানার মধ্যে ৯৪টি, ২৯৮টি প্লাস্টিক কারখানার মধ্যে ১০৬টি ও গাজীপুর জেলায়		

		৪১০টি আরএমজি কারখানার মধ্যে ২৮ টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ মোট ১১০১টি কারখানার মধ্যে ২২৮টি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ ভৌত অগ্রগতি ২০.৭%। এছাড়া প্রকল্পটি চলমান অবস্থায় তদারকির জন্য অত্র অধিদপ্তরের ২৩ জন উপমহাপরিদর্শক পরিদর্শন সূচি অনুমোদন ও রিপোর্ট প্রদান করছেন। পরিদর্শন কালে প্রতিটি কারখানায় অত্র দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শকগণ কারখানায় প্রবেশসহ প্রশাসনিক সহযোগীতা করছেন। এছাড়া মহাপদির্শক মহোদয়ের নির্দেশনায় প্রধান কার্যালয়ের বিশেষজ্ঞান সম্পন্ন ০৩ জন প্রকৌশলী ও বুয়েটের দুইজন অধ্যাপক Bangladesh National		

		Building Code (BNBC, 2020) অনুযায়ী কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, চলমান অর্থ বছরে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ১৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ১২৬৯.৮ লক্ষ (বার কোটি ঊনসত্তর লক্ষ আশি হাজার) টাকা অবমুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৭৮৯ লক্ষ (সাত কোটি ঊননব্বই লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৬০.৭%। এছাড়াষCovid-19 মহামারি ও এডিপি বরাদ্দ কম থাকায় সেমিনার আয়োজন, বইপত্র ক্রয়, অডিও ভিডিও তৈরী ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে উক্ত ক্রয় আগামী অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি মহোদয় এ বছরে বরাদ্দকৃত সকল অর্থ অবশ্যই খরচ করতে হবে		

		বলে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।		
২	ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, চাহিদার বিপরীতে প্রকল্পের বরাদ্দ কম থাকায় ও কোভিড-১৯ মহামারির কারনে জুন, ২০২১ এর মধ্যে অবশিষ্ট কারখানা অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন। এজন্য পিআইসি ইতোমধ্যে সুপারিশ করেছে। এখন পিএসসি ও আইএমইডিএর সুপারিশ প্রয়োজন। আইএমইডির প্রতিনিধি পরিচালক জনাব আহসান হাবিব জানান যে, আইএমইডির নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠাতে হবে। মহাপরিদর্শক মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, গত পিআইসি সভায়	ক) প্রকল্পটি ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ একবছর বাড়ানোর সুপারিশ করা হল এবং সে লক্ষ্যে আইএমইডির নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	DIFE/প্রকল্প পরিচালক।

		প্রকল্পটি ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ একবছর বাড়ানো যায় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পটি ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ একবছর বাড়ানোর অভিমত ব্যক্ত করলে সভার সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।		
৩	উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারখানা বন্ধ সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ৬৫৬টি আরএমজি, ২৯৮টি প্লাস্টিক ও ১৪৭টি কেমিক্যাল কারখানাসহ মোট ১১০১টি কারখানা অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার কথা। অত্র দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী Covid-19 মহামারি এর ভায়াবহ প্রভাব ও অন্যান্য কারণে ১১০১টি কারখানার মধ্যে প্রায় ৩৮৫টি কারখানা ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে এবং সমধর্মী ২০০ টি কারখানা নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। গড়ে ওঠা নতুন কারখানাগুলো বিবেচনায় নিলেও উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭৫% ও ভৌত	ক) পরিকল্পনা বিভাগের গাইড লাইন অনুযায়ী সমধর্মী নতুনভাবে গড়ে উঠা কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট বিবেচনায় নিতে হবে ও বন্ধ কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট হতে বাদ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যয় আনুপাতিক এবং যৌক্তিকভাবে হ্রাস করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক।

		অগ্রগতি ৮২% এর বেশি হওয়া সম্ভব নয়। তিনি প্রস্তাব করেন যে, পরিকল্পনা বিভাগকর্তৃক জারিকৃত সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতির অনুচ্ছেদ ২.২ অনুযায়ী যেহেতু প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, অর্থায়নের ধরন ও উৎস, প্রকল্প এলাকা, পরামর্শক ও আইটেমের ধরণ অপরিবর্তিত থাকবে সুতরাং পরিকল্পনা বিভাগের গাইড লাইন অনুযায়ী সমধর্মী নতুনভাবে গড়ে উঠা কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্টে বিবেচনায় নেয়া যায় ও বন্ধ কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট হতে বাদ দেয়া যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কারখানা নতুন খোলা/বন্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং বর্তমান খোলা কারখানা ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ভৌত		

		অগ্রগতি এক্ষেত্রে কম অর্জিত হলেও এটা বাস্তব প্রেক্ষাপট। মহাপরিদর্শক মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, গত পিআইসি সভায় এ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের গাইড লাইন অনুযায়ী সমধর্মী নতুনভাবে গড়ে উঠা কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্টে বিবেচনায় নিতে হবে ও ডিপিপি অনুযায়ী সকলনতুন খোলা কারখানা অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে এবং বন্ধ কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট হতে বাদ দিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সভাপতি মহোদয় সহ অন্যান্য সকল সদস্যএ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।		
৪	Privet Initiative কর্তৃক আরএমজি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২টি লটে গাজীপুর, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় মোট ৬৫৬ টি আরএমজি কারখানার অ্যাসেসমেন্ট	ক) ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

		সম্পন্ন হওয়ার কথা। উক্ত কারখানার মধ্যে প্রায় ১৩০টি কারখানা Prive t Initiative (Accord, Alliance, etc.) এর মধ্যেমে সম্পন্ন হয়েছে বলে কারখানার মালিকগণ মৌখিকভাবে অত্র দপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের পরিদর্শকগণকে জানিয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ একটা চলমান প্রক্রিয়া সুতরাং ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত কারখানা অ্যাসেসম েন্ট হওয়া প্রয়োজন। মহাপরিদর্শক মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, গত পিআইসি সভায় এ বিষয়ে ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত কারখানাসমূহ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সভাপতি মহোদয় সহ অন্যান্য সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষণ		

		করেন।		
৫	আগামী অর্থবছরে (২০২১-২২) অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত অর্থবছরে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ১৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ১২৬৯.৮০ লক্ষ (বার কোটি উনসত্তর লক্ষ আশি হাজার) টাকা অবমুক্ত হয়েছে যার মধ্যে ৭৮৯ লক্ষ (সাত কোটি উননব্বই লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। মহাপরিদর্শক মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, গত পিআইসি সভায় সামগ্রিক আর্থিক বিশ্লেষণে এ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত ৪ কোটি টাকার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে বর্তমান COVID 19 পরিস্থিতির কারনে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন নাও হতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের উপপ্রধান জনাব মোস্তাফিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান আগামী অর্থ বছরে কত বরাদ্দ প্রয়োজন। প্রকল্প	ক) কারখানার হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে আগামী অর্থ বছরে কত বরাদ্দ প্রয়োজন তা প্রস্তাব আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক।

		পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রকল্প ব্যয় ১১ কোটি হ্রাস পাবে এবং আগামী অর্থ বছরে ২৩ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, COVID 19 পরিস্থিতির কারনে বিভিন্ন জেলা অফিস হতে পুনরায় হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় কারখানার হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে আগামী অর্থ বছরে কত বরাদ্দ প্রয়োজন তা প্রস্তাব আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের সিদ্ধান্ত দিলে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।		

২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

কে.এম. আব্দুস সালাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০২৬.১৭.০০১.১৮.৫০

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৮
২৫ এপ্রিল ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ

২) সচিব, সচিবের দপ্তর , পরিকল্পনা বিভাগ

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৫) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৬) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ

৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৮) মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৯) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১০) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

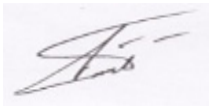

মোঃ আব্দুল কাদের
সিনিয়র সহকারী সচিব